দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 24 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

পরীক্ষা কেন্দ্রে সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বন্ধের প্রস্তাব

গাফফার খান চৌধুরী ॥ প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে পরীক্ষা কেন্দ্রে সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি। সেইসঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশ পথগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী আর্চওয়ে বা হ্যান্ড মেটালডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। শুধু পরীক্ষার্থী নয়, পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালনকারী ও কেন্দ্রে যাতায়াতকারী সবাইকে এমন পরামর্শ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সিআইডি ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা চলছে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহারের বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে সিআইডির উদ্যোগ

সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা আসছে। সিআইডির উচ্চ পর্যায়ের একটি সূত্রে এমন তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট ওই সূত্রে আরও জানা গেছে, এখন পর্যন্ত শতাধিক বার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে অন্তত ৭০ বারই প্রশ্নপত্র *(৬ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)*

পরীক্ষা কেন্দ্রে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

ফাঁস হয়েছে সরকারী মুদ্রণালয়ের (বিজি প্রেস) মাধ্যমে। এরমধ্যে ২০১০ সালের ৮ জুলাই রংপুরে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও ভুয়া পরীক্ষার কেলেঙ্কারির ঘটনায় পরীক্ষা স্থগিত করার ঘটনা রীতিমত হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল।

ভিন্ন জগত নামে একটি বেসরকারী বিনোদন কেন্দ্রের ৩টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে সেখানে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের আগাম পরীক্ষা নেয়ার সময় ৫ দালালসহ ১৬৭ জন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন পরীক্ষার্থী ছাড়াও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী হামিদুল হক, কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজার রহমান ও পটুয়াখালী সদর উপজেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুল বাশার, বিজি প্রেসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আলী, বিজি প্রেসের বাইন্ডার লাবনী বেগম, পিএসসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা এম এ রউফসহ বিজি প্রেসের অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী।

গ্রেফতারকৃতদের তথ্যমতে, বিজি প্রেসের ভেতর থেকে ২৮ লাখ টাকা ভর্তি ট্রাঙ্কসহ আব্দুল জলিল নামে প্রেসের এক কর্মচারী গ্রেফতার হয়।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে কমিটির দেয়া তদন্ত প্রতিবেদনে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় গোপনীয় শাখাসহ পুরো বিজি প্রেসের নিরাপত্তা ত্রুটির তথ্য ওঠে আসে। প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে পিএসসির বিতর্কিত সদস্য ড. মাহফুজুর রহমান ও তার দুই ভাগ্নেসহ কয়েকজন পরিচালক পদ মর্যাদার কর্মকর্তার নাম প্রকাশ পায়।

এমন ঘটনার পর বিজি প্রেসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৬২ জন পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে দুই ইউনিটে দুইটি বিশেষ নিরাপত্তা সেল গঠন করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজি প্রেস ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সমন্বয় করে প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে কাজ করতে থাকে। বিজি প্রেসের প্রশ্নপত্র শাখাকে অন্য মুদ্রণ শাখা থেকে আলাদা করা হয়। প্রশ্নপত্র শাখায় বসানো হয় মেটাল ডিটেক্টর, পেপার ডিটেক্টর, ভোল্ড ডোর, ক্যামকোর্ডার ও সিসি ক্যামেরা। গোপনীয় শাখা পুরোপুরি মূল প্রেস ভবন থেকে আলাদা করে প্রবেশ পথ ও বিজি প্রেসের সাধারণ শাখার আলাদা আলাদা প্রবেশ গেট তৈরি করা হয়। প্রতিটি গেটে আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়। গোপনীয় শাখায় মুদ্রিত

হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বর্তমানে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। তারই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের পিবিআইয়ের অভিযানে ১৯ জন গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক ও ছাপাখানার লোকও রয়েছে। তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে জব্দকৃত সব আলামত প্রযুক্তিগতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা ফেসবুক, ভাইবার, টুইটার, হোয়াটসএ্যাপ ও ইমোসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া ও আসল প্রশ্নপত্র বিক্রি ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। তারা এসএসসি, এইচএসসি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে নিয়োগ পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান জানান, যতদূর জানা গেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বোর্ডের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। বোর্ডের যে পদ্ধতি রয়েছে, তাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা বাতিলের বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সঙ্গে অনেক সময় শিক্ষকরাও দায়ী।

সর্বশেষ গত ২১ নবেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত ছাত্রকে আটক করে সিআইডি পুলিশ। এর আগে আরও সাত জনকে গ্রেফতার করে সিআইডি। আগে গ্রেফতারকৃত সাত জনের মধ্যে ৫ জন আদালতে ১৬৪ ধারায় অভিযোগ স্বীকার করে জবানবন্দী দেয়। জবানবন্দীতে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের নাম প্রকাশ পায়। সেই তালিকা মোতাবেক সর্বশেষ সাত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা অনিয়মের দায়ে ১৪ ছাত্রকে সিআইডির কাছে হস্তান্তর করে। গ্রেফতারকৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয়।

সিআইডি বলছে, জঙ্গীদের মতো কাট আউট পদ্ধতিতে কয়েকটি ধাপে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে পরীক্ষার হল থেকে। আগে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে তা বাইরে পাঠাত পরীক্ষার্থীরা। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্বপালন-কারীদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রক্রিয়া।

এ ব্যাপারে সিআইডির সংঘবদ্ধ অপরাধ বিভাগের বিশেষ পুলিশ সুপার মোল্লা নজরুল ইসলাম জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনাগুলো তারা গভীরভাবে তদন্ত করছেন। তদন্তে দেখা গেছে বর্তমানে প্রযুক্তিগতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। এজন্য সিআইডির তরফ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তাতে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার বন্ধের কথা বলা হয়েছে। এক কথায় পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে যারা থাকবেন, তারা সবাই এই নিয়ম মেনে চলবেন। পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রবেশ গেটগুলোতে আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর বসানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক থেকে শুরু করে যারাই পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে যাবেন, তারা তল্লাশির পর ভেতরে যাবেন। এতে করে পরীক্ষা হল থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এসব বিষয় নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়েও প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে আলাপ আলোচনা চলছে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সিআইডির দেয়া প্রস্তাবের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আসছে।

সিআইডির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ইতোমধ্যেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকসহ অন্যদের এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ছিল না। এমন প্রস্তাবের পর শিক্ষক ছাড়াও পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বপালনকারী ও পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতকারীদের মধ্যে অনেকেরই ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে সর্বক্ষণিক দায়িত্বপালনকারীদের মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো কেন্দ্রের বাইরে নির্দিষ্ট সেলফে রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী তারা তা বাইরে ব্যবহার করতে পারবেন। শুধু কেন্দ্রের ভেতরে নিতে পারবেন না।

এছাড়া আর্চওয়ে মেটালডিটেক্টরের মধ্যদিয়ে চেকিং করে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। এজন্য বাড়তি সময়ের প্রয়োজন। এজন্য পরীক্ষার সময় সূচীতে পরিবর্তন আসতে পারে। অথবা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর নির্দিষ্ট সময় আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হবে। এ সংক্রান্ত ঘোষণা থাকবে।